Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 1000 - 1007
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার স্বরূপ

মোসাম্মৎ রোজিনা খাতুন
গবেষক, ইসলামিক থিওলজি বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID : mstrojinakhatun2018@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Islamic Literature, Al-Quran, Tafser, Muslim Influence. Cultural Integration, Middle Ages, Modern Era, Literary Evolution & Persian-Arabic Influence.

Abstract
The relationship between Bengali language and literature has been profoundly shaped by Islamic influences since the arrival of Islam in Bengal, which dates back to the Abbasid Caliphate during the 8th century. Although political dominance began in the 13th century with Ikhtiyaruddin Muhammad bin Bakhtiyar Khalji, Islam's cultural and literary integration preceded this period. Early Islamic influence was subtle, with direct contributions becoming apparent only by the medieval era. Notably, Syed Sultan initiated Islamic themes in Bengali poetry, inspiring a renewed cultural identity among Bengali Muslims. Medieval Islamic literature was heavily poetic, drawing from Persian and Hindi romantic traditions, with figures like Shah Muhammad Saghir and Alawal contributing to themes inspired by the Quran and Sunnah. The 15th to 19th centuries saw a flourish in Islamic Bengali poetry, including religious praise and mystical narratives. The advent of modern Islamic literature marked a shift towards prose, reflecting the socio-political changes brought by colonial policies. Prominent figure personality like, Mir Mosharraf Hossain and Syed Nuruddin enriched Islamic literature through works on the Prophet's life, historical narratives, and social commentaries, integrating modernity while preserving Islamic essence. In the 19th and early 20th centuries, Islamic literature adapted to address challenges posed by Christian missionary criticisms. Notable figures like Sheikh Abdur Rahim pioneered biographical and theological works, including Bengali translations of the Quran. This era marked a synthesis of traditional values and modern aspirations, underscoring the dynamic evolution of Islamic literary expression in Bengal.

Discussion

ভূমিকা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরমধ্যে এক নিগূঢ়সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান। আর এই সম্পর্কের সাথে জুড়ে আছে ইসলামী সাহিতের প্রসঙ্গটিও। বঙ্গভূমিতে বাঙালি মুসলমানদের আগমনের ইতিহাসটি ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের সাথে

সম্পর্কিত। প্রাচীন বিভিন্ন তত্ত্ব, উপাত্ত ও গবেষণা দ্বারা অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে, প্রাচীন বাংলায় প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলামের প্রচারকগণ পৌঁছে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন যে - বাংলার মাটি মুসলিমদের করতলগত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনায় অর্থাৎ সন ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে তুর্কীবীর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খলজী হিন্দুরাজ লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে।[১] আর বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে আরো অনেক আগে অর্থাৎ আধুনিক গবেষণা অনুসারে আব্বাসী খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে (৭৮৬-৮০৯) এবং ক্রমান্বয়ে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে। ফলে মুসলিমদের রাজ্যাধিকারের সময় ইসলাম ছিল বংলার ঘাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।[২] এদিকে বাংলার বুকে আঠার শতকের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী সাহিত্যের মিশ্র সংস্করণের সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রত্যক্ষ সাহিত্যে তেমন অগ্রগতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়নি। মুসলিম শাসক ও ইসলাম প্রচারকরা বাংলাকে যেমন রাজনীতি এবং ধর্মপ্রচারের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করেছে, ঠিক তেমনি তাঁদের আন্তরিকতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন লেখকদের হাতে অবহেলিত বাংলা ভাষাও নবজীবন ফিরে পাই। কাব্যগ্রন্থ, গদ্যরীতি, গীতিকবিতা, শাস্ত্রীয় ইসলামের বিধান সম্বলিত ইত্যাদি গ্রন্থরচনায় মুসলিম সাহিত্য সাধনার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তারই নীতিদীর্ঘ আলোচনা সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। বিষয়বস্তু বোধগম্যের সুবিধার্থে আলোচ্য প্রবন্ধকে কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে নিম্নে আলোচনা প্রদত্ত করা হল।

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের প্রত্যুষকাল : বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সাহিত্যের মধ্যে নিশ্চিতভাবে একটি যুগের সমাপ্তি ও অপরটির সূচনাকাল নির্নয় করা দুষ্কর। তা সত্ত্বেও সাহিত্যের ইতিহাস বিশারদগণ প্রয়োজনের তাগিদেই, বাংলা সাহিত্যের সহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে বিভক্ত করেছে। কালের দিক দিয়ে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হচ্ছে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সর্বনিম্ন সীমারেখা।[৩] বঙ্গদেশে ইসলামের আবির্ভাব অষ্টম শতাব্দীতে ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব শুরু আরও কয়েক শতাব্দী পরে। প্রত্যেক সাহিত্যের সূচনা যেমন কবিতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অষ্টম শতকের কবি সরহপা-কেই বাংলাসাহিত্যের প্রথম কবি বলে ধরা হয়। তিনি বাংলা ভাষার আদিরূপ চর্যাগীতিতে দোহা রচনা করেন।[৪]

অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরু করে প্রায় ছয়/ সাত শত বছর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী ভাবধারায় প্রচলিত ছিল। বাংলাসাহিত্যের আদিপর্বে যেসব সাহিত্য পদবাচ্য কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেসবের মধ্যে 'শূন্য পূরাণ', 'ধর্মমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'রামায়ন', 'মহাভারত', 'চণ্ডিমঙ্গল', 'গোরক্ষ বিজয়' ইত্যাদি প্রধান। বঙ্গদেশের মুসলমানরা এসবই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) সম্ভবত সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে এক নবচেতনার সঞ্চার করেন। তাঁর সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ *'নবীবংশ'* এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।[৫] সৈয়দ সুলতানের আগে জৈনুদ্দীন, সাবিরিদ খান প্রমুখ অবশ্য 'রাসূল বিজয়' কাব্য রচনা করেন তবে তাঁদের রচনা সৈয়দ সুলতানের মত সার্থক হয়নি। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে অনেকে বা অনেকের পূর্বপুরুষ বহিরাগত, এ কথা সত্য; কিন্তু এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানেরা মূলত এদেশীয় অমুসলমানদের উত্তর পুরুষ।[৬]

মধ্যযুগে ইসলামী সাহিত্য চর্চা : ত্রয়োদশ শতাব্দীর উন্মেষের সাথে সাথে মধ্যযুগের সূচনা হয়। প্রথম দেড় শতকের সাহিত্যচর্চার স্বরূপ আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেলেও তারপরই সৃষ্টিপ্রাচুর্যে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধলাভ করেছে। ফার্সী ও হিন্দী-আওধী সাহিত্যের রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীর ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে মুসলমান বাংলা সাহিত্যের রুচিবদল করেছিল। জেনে রাখা ভালো যে, মধ্যযুগের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মাধ্যম ছিল পদ্য-গদ্যরীতি তখনো বিকাশলাভ করেনি। পরবর্তীকালে শেখ চান্দ, শাহ মোহাম্মদ সগীর, আলাওল, মোহাম্মদ খান, দৌলত কাজী, সৈয়দ মূর্তজা, হায়াৎ মামুদ, সৈয়দ হামজা, শাহ গরীবুল্লাহ, মোহাম্মদ দানেশ প্রমুখ মুসলিম কবিরা তাঁদের রচনায় পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী সাহিত্যের প্রভাব ঘটিয়েছেন।[৭] এমনকি আল্লাহ ও রাসূলের হামদ্, নাত-ধর্মী কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আলোকময় করেছেন। এরা মধ্যযুগের ইসালামী সাহিত্যের রুপকার বলে চিহ্নিত। এদের সময়সীমা ছিল পঞ্চদশ শতক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশ পর্যন্ত।[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আধুনিক যুগে ইসলামী সাহিত্য চর্চা : মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন হল এ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্ক রয়েছে। কেউ কেউ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দকে যুগান্তরের কাল বলে নির্দেশ করেছেন। আবার কারো মতে, ইতিহাসে আধুনিক যুগ বলতে উনিশ শতকের সূচনা হতে অদ্যবধি সময়কে ধরা হয়। আধুনিক যুগে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য ভাবনাকে দু'টি পর্বে ভাগ করে দেখা যেতে পারে - প্রাচীন ধারার অনুবর্তন এবং আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। আধুনিক পূর্ব সাহিত্য ধারার মধ্যে দুটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশী শব্দবহুল কাব্যরচনার একটি ধারা মুসলমানের মধ্যে গড়ে ওঠে, যা সাধারনত মুসলমানি বাংলা কাব্য, বটতলার পুঁথি বা দোভাষী পুঁথি নামে পরিচিত। তাই এই ধারাকে ইসলামী সাহিত্যে মিশ্র সংস্করণ নামেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে।[৯] নিম্নে এই প্রসঙ্গে আলোচনা প্রদত্ত করা হল।

ইসলামী সাহিত্য চর্চায় মিশ্র সংস্করণ : মুঘল আমলে ফার্সী সংস্কৃতির আধিপত্যের সময়ে এই কাব্যধারা বিকাশ লাভ করে। তবে বিংশ শতাব্দীতেও এই রীতিতে কাব্য চর্চা হয়েছে যথেষ্ট পরিমানে।[১০] তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ফার্সী ভাষা শিখতেন সরকারী চাকরির সুবিধার্থে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে ফার্সী ভাষার প্রয়োগ হলেও শাস্ত্রালোচনায় আরবী ও সংস্কৃতের প্রাধান্য ছিল। এই প্রাধান্য ব্রিটিশ আমলের প্রথম পর্যায়ে অব্যহত ছিল। হিন্দু-মুসলিম আইনজ্ঞ কর্মচারী সৃষ্টির অভিপ্রায়ে ওয়ারেন হেস্টিংস আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ দেখালেন।[১১] তার ফলে ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়, এ সম্পর্কে Indian Education commission Report (1822)এ বলা হয়েছে –

> "When in 1782 the Calcutta Madrassa was founded by Warren Hastings. It was designed to quality the Muhammadans of Bengal for the public service… and to enable them to complete, on more equal terms, with the Hindus for employment under Government."[১২]

১৭৮৪-তে এশিয়াটিক সোসাইটি ও ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বেনারসে সংস্কৃত কলেজের উদ্বোধন হয়। অষ্টদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে দু'জন মুসলিম কবি বর্তমান ছিলেন বলে মনে করা হয়, মির্জা হুসেন আলী ও সৈয়দ জাফর খাঁ।[১৩] কিন্তু ক্রান্তিকালে বাঙালি মুসলমানের হাতে প্রকৃত পক্ষে যে ধারাটি বিকাশলাভ করে, তা হল বিদেশী শব্দবহুল বাংলা কাব্য। সুতরাং বিদেশী শব্দ বাহুল্যের কথা বিবেচনা করে একে মিশ্র ভাষা বলা অসঙ্গত নয় এবং তার অনুসরণে এই কাব্য ধারাকেও মিশ্র ভাষারীতির কাব্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।[১৪] এই ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যেতে পারে – আরবী, ফার্সী, হিন্দি শব্দের বাহুল্য। যেমন -

"কেচ্ছার পহেলা আধা শুনিয়া আলম।
আখেরী কেচ্ছার তরে করে বড়া গম।।"[১৫]

এখানে এগারোটি শব্দের মধ্যে চারটি মাত্র বাংলা শব্দ, তার মধ্যে একটি 'আধা' উর্দু-হিন্দিতেও ব্যবহৃত হয়। বাংলা শব্দবিহীন উদ্ধৃতির উদাহরণও বিরল নয় -

"ভেজ আর রব মেরে দরুদ ছালাম।
আপ্নে পিয়ারে নবি পার ভেজ মুদাম।।"[১৬]

অনেক সময়ে প্রচলিত বাংলা শব্দের পরিবর্তেও অপ্রচলিত বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কতিপয় নমূনা হল - আখের, আজিম, আন্দেশা, আফতাব, আবদার, আসক, একিন, কদ, কুন, খহেশ, গুমান, সুরাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অধিকতর ব্যবহৃত উর্দু-হিন্দি শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় আওরাত, আবি, আঁসু, এয়সা, কাব, কাহে, খাতির, ঘড়ি, জান ইত্যাদি শব্দ। মিশ্র ভাষারীতির কাব্যগুলোকে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা -

ক. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান : যেমন ইউসুফ-যুলেখা, লায়লী-মজনু, বেনজীর-বদরে মনীর, হুসনাবানু-মনীর শামী (হাতেম তাই) প্রভৃতি

খ. সাম্প্রদায়িক কাব্য : আমীর-হামজা, জঙ্গনামা, কাফের দলন কাহিনী, বনবিবির জহুরানামা, সত্য পীরের পুঁথি প্রভৃতি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

গ. ইসলামের শাস্ত্রীয় বিধান : ধর্ম, ইতিহাস, নবী-আউলিয়ার জীবনকথা ও বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে ছন্দবদ্ধ রচনা, যেমন - কাসাসুল আম্বিয়া, তাজকিরাতুল আম্বিয়া, হাজার মসলা, শানে নুযূল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইসলাম কেন্দ্রিক জীবন ও সাহিত্যের প্রতি অতশয় আগ্রহের প্রকাশ ইসলামী সাহিত্যে মিশ্র সংস্করণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইসলামী সাহিত্য চর্চায় আধুনিক যুগের ক্রমবিকাশ : বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য চর্চার নতুন পর্বের সূচনা হয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে, যা বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ নামে পরিচিত। এই সময় থেকে সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৮৭০-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম যুগ।[১৭] মিশ্র ভাষারীতির কাব্যে আমরা যা লক্ষ্য করেছি অর্থাৎ ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব বা সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তেমন সচেতন না হয়েও নিজের সম্প্রদায় সম্পর্কে এক ধরনের মুগ্ধতা, মুসলমানিত্বের একটা অন্ধ গৌরব। আধুনিককালের লেখকদের মধ্যে এই আবেগ একটু উন্নত আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

এ যুগের প্রথম পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চট্টোগ্রামের সৈয়দ নূরউদ্দীন। শাস্ত্রকথা পর্যায়ের কতিপয় কাব্য তিনি রচনা করেছিলেন। ১১৯৭ বঙ্গাব্দে তাঁর রচিত 'দাকায়েকুল হাকায়েক' ও 'রূহনামা মউতনামা' প্রকাশ পায়। ইমাম হাফিজউদ্দীন নফসী রচিত আরবী *কনজুদ দাকায়িকের* অনুবাদ এই গ্রন্থটিতে মৃত্যু-সম্পর্কীত নানারকম তথ্য পরিবেশিত হয়েছে।[১৮] এসব তথ্য সর্বদা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে গৃহীত নয়, বরঞ্চ কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ সূফী সাধকেরা রূপক দিয়ে যেসব কথা বলেছেন এর মধ্যে সেসব কোথাও বিবৃত হয়েছে। আধুনিক ধারায় বাংলার কবিতা যখন যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, ঠিক সেই সময়ই পুরানো ধারার চরম অবনতি ঘটেছিল। এই অবস্থায় বাংলা ভাষায় মুষ্ঠিমেয় মুসলমানের মধ্যে মধ্যযুগের কাব্যদর্শ ফিরিয়ে আনার একটি প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল। এই সময়েই বাঙালি মুসলমান লেখকদের গদ্যরচনা শুরু হয়। সেক্ষেত্রেও পথিকৃৎ ছিলেন এমন ব্যক্তিরা, যাঁরা মধ্যযুগীয় আদর্শে কাব্য রচনা করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষার সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি বলে এই নতুন গদ্যকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁদের বিলম্ব হয়েছিল। গদ্য রচনার মাধ্যমে যাঁরা আধুনিকতার অনুসরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - খোন্দকার শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকী, তাঁর রচিত ভাবলাভ কাব্য ও উচিত শ্রাবন উল্লেখযোগ্য।[১৯] ১৮২৪ সালের মধ্যেই কলকাতায় বাঙালি মুসলমানের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা হয়। পরে এর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব ছাপাখানা থেকে অজস্র পুস্তক প্রকাশিত হতে থাকে। মিশ্র ভাষারীতির কাব্য, গদ্য-পদ্য এইসব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত হত।

এ যুগের মুসলিম সাহিত্যস্রষ্টাদের মধ্যে মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১) নিঃসন্দেহে অন্যতম।[২০] তাঁর চল্লিশ বছরের সাহিত্যসাধনায় প্রায় পঁচিশটি প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রে বিভিন্ন রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে - উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রহসন, প্রবন্ধ, জীবনচরিত, ধর্মবিষয়ক রচনা। ১৮৪৮ খ্রি. নদীয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনীপাড়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ইসলামী সাহিত্যে তাঁর প্রথম রচনা হল, 'মৌলুদ শরীফ'।[২১] উক্ত গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ ছন্দোবদ্ধ, টীকাগদ্যে লেখা। হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনকাহিনী ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি এতে সংকলিত হয়েছে। এই পর্যায়ে তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'বিবি খোদেজার বিবাহে' (১৯০৫) খাদিজা রা. কে যতদূর সম্ভব কুমারী নায়িকার গৌরবদানের চেষ্টা আছে, একথা তিনি বলেছেন আর রাসূল সা. এর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় অনেক দিয়েছেন। এরপর তিনি রচনা করেন হযরত ওমরের ধর্মজীবনলাভ (১৯০৫), হযরত বেলাল রা. এর জীবনী (১৯০৫), মদীনার গৌরব (১৯০৬) প্রভৃতি ছন্দোবদ্ধ রচনা উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাহিত্য রচনা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবমুক্ত। মোশাররফ হোসেনের মত এ যুগের ইসলামী সাহিত্য রচনার আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মুজাম্মেল হক। হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনী, খাদিজা রা. এর কাহিনী প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। তাঁর পরবর্তী রচনা 'মাওলানা পরিচয়' (১৯১৪), 'কামার উল উলামা', 'খাজা মইনুদ্দীন চিশতী' (১৯১৮) ইত্যাদি।

তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ সর্বধর্মের সমন্বয়ে তৎপর ছিল। রাজা রামমোহন রায় ইসলাম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অনেকটা এই প্রভাবেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত তিনি আচারনিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমানের প্রশংসা করেছিলেন।[২২] কেশবচন্দ্র সেন ইসলামের মর্মকথা অধ্যয়নের জন্য গিরিশচন্দ্র সেনকে (১৮৩৮-১৯১০) নিযুক্ত করেছিলেন। ভাই গিরিশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চন্দ্র সেনই প্রথম 'আল-কুরআন' ও 'আল-হাদীসে'র বাংলা অনুবাদ করেন (১৮৮৫) এবং হযরত মুহাম্মদ সা. ও সুফীপন্থি পীরদের জীবন চরিত রচনা করেন।[২৩] কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'মহাম্মদ চরিত' (১৮৮৬) এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। বাংলা ভাষায় ইসলাম সম্পর্কীত রচনাবলীর মূলে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরূপ প্রচারণাও অনেকখানি কাজ করেছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের আক্রমন সবটুকু যে হিন্দু সমাজের মধ্যে পড়েছিল, তা নয়। ইসলামের মেরুদণ্ডেও তারা আঘাত হেনেছিল- রচনা, বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে। সাধু ভাষায় তাদের রচনার নমূনা, জে লঙ প্রণীত 'মহাম্মদের জীবনচরিত' (১৮৫৫)।[২৪] এতে হযরত মুহাম্মদ সা. কে মৃগীরোগী, কুরআন-রচয়িতা, সাংসারিক সুখান্বেষী রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পাদ্রী এইচ, জি রাউসের অনূদিত '*ফোরকান*' (১৮৮৪) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন আল-কুরআন ঐশী রচনা নয়।[২৫]

মুসলমান সাংবাদিকদের মধ্যে এবং ইসলাম সম্পর্কীত তত্ত্ব ও তথ্যমূলক গ্রন্থরচনার ক্ষেত্রে শেখ আবদুর রহিমকে (১৮৫৯-১৯৩১) একজন পথকৃৎ বলা যেতে পারে।[২৬] ইসালামী সাহিত্যে তাঁর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা 'হযরত মুহাম্মদ সা.এর জীবনচরতও ধর্ম্মনীতি' (ফাল্গুন, ১২৯৮/১৮৮৭)। তাঁর আগে আর কোন বাঙালি মুসলমান হযরতের সীরাত রচনা করেননি। এছাড়াও তিনি পবিত্র কুরআনের সুবিখ্যাত 'সূরা ফীলের' বঙ্গানুবাদ করেন। আবদুর রহিম ও আরও একজন লেখক মেয়ারাজ উদ্দীনের সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন মাশহাদির যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এলে তাঁর সঙ্গে এঁদের পরিচয় ঘটে। এই সময় বাঙালি মুসলমানদের ধর্মান্তর গ্রহণের সমস্যা এদেরকে ভাবিয়ে তোলে। এঁরা উপলব্ধি করেন যে, এই ভাঙন রোধ করতে হলে বাংলা ভাষায় ইসলামের স্বরূপ প্রকাশ করে গ্রন্থ রচনা করা দরকার। এই ভাবনা-চিন্তাকে সামনে রেখে তাঁরা বিভিন্ন উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তার সারকথা বাংলা ভাষায় খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেন। মেয়ারাজউদ্দীন মূলগ্রন্থ সংগ্রহ করতেন, আবদুর রহিম ও মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন অনুবাদ করতেন। 'এসলাম তত্ত্ব' নামে এই পরিকল্পিত পুস্তকটির দু'টি খণ্ড প্রকাশিত হয় ১২৯৫ ও ১২৯৬ বংগাব্দে। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁরা যেসব পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ইমাম গাজ্জালীর 'ইহিয়া-উল-উলম', শাহ ওয়ালীউল্লাহর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ', সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর 'নেচার ও নেচারিয়া', চিরাগ আলীর 'জিহাদ' ও Reforms under Moslem Rule, গিবনের Decline and Fall of Roman Empire এবং কালাইলের Hero and Hero Worship, Hero as a Prophet - এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই বইতে আলোচ্য বিষয় হল – 'নাস্তিকতা', 'ইসলাম', 'বিশ্বাস' ও 'কুরআন শরীফ'।[২৭] এছাড়াও আবদুর রহিম এর ইসালামী সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য রচনা মধ্যে রয়েছে - ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ (১৮৯০), ইসলাম (১৮৯৬), নামাজ তত্ত্ব (১৮৯৮), হজ ও বিধি (১৯০৩) প্রভৃতি।

ইসালামী সাহিত্য চর্চার স্বরূপ গবেষণা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মদ সা. এঁর জীবনচরিত রচনার ক্ষেত্রে আমরা বহু মুসলিম-অমুসলিম মনীষীদের অবদান দেখতে পায়। তন্মধ্যে গিরিশ চন্দ্র সেন, শেখ আবদুর রহিম্, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মুনশী ময়েজুদ্দীন আহ্‌মদ ওরফে মধু মিঞা, সৈয়দ শারাফত আলী, মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মাওলানা তাহির, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুজাম্মেল হক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

বাংলা ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ রচনায় যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায়, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অর্থাৎ ঊনিশ শতকের প্রথম দশকে আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ বঙ্গানুবাদের সূচনা হয় বাংলাদেশের রংপুর জেলার মুকুটপুর নিবাসী আমীর উদ্দীন বসুনিয়ার মাধ্যমে।[২৮] উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (১৮৮১-১৮৮৫ খ্রি.) আল-কুরআনের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার কৃতিত্ব ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভাই গিরিশ চন্দ্রের। তাঁর অনুবাদ সাহিত্যিক মূল্যায়নে প্রশংসার দাবি রাখলেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত মোটেই নয়। অত্যাধিক ভূল-ভ্রান্তির ফলে তাঁর অনুবাদ পাঠকের নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যার্থ হয়েছে। তবে সাহিত্যিক বিচারে এটি বাংলা ভাষায় কুরআনী সাহিত্যে একটি সংযোজন বটে। ইতিপূর্বে পবিত্র কুরআনের যতো অনুবাদ হয়েছে সেগুলো ছিল আংশিক ও কাব্যানুবাদ। আর এটি হল বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদ।[২৯]

বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে মাওলানা নইমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৮ খ্রি.) সর্ব প্রথম পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদসহ তাফসীর রচনা করেন। ১ম থেকে ১০ম পারা/ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৮৭-১৯০৮ খ্রি. এর মধ্যে তা প্রকাশিত

হয়। তারপর তাঁর পুত্রগন তাঁরই অনুসরণে ২৩ পারা পর্যন্ত বঙ্গানুবাদ সহ তাফসীর রচনা করে ১৯০৯ খ্রি. প্রকাশ করেন।[৩০] বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারত উপমহাদেশে ব্যাপক ভাবে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য চর্চা শুরু হয়। ১৯৪৭ খ্রি.পর্যন্ত অখণ্ড ভারতে আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ ও তফসীর চর্চায় যাঁরা বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন - মাওলানা মুহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২ খ্রি.), মাওলানা তাসলিমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭খ্রি.), রেভারেন্ড উইলিয়াম গোল্ডস্যাক (১৮৬১-১৯৫০ খ্রি.), আবুল ফজল আব্দুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭খ্রি.), মুহাম্মদ আব্দুল হাকীম (১৮৮৭-১৯৫৭ খ্রি.), মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮ খ্রি.), ফজলুর রহীম চৌধুরী (১৮৯৬-১৯২৯ খ্রি.) ও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬০ খ্রি.) প্রমুখ।[৩১] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম পন্ডিত, কবি, সাহিত্যিক দের অনেকেই বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের আংশিক অনুবাদ ও তাফসীর রচনায়ও অবদান রেখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন (১৮৭৫-১৯৪৫ খ্রি.) অনূদিত ও ব্যাখ্যাত 'কোরআন শরীফ' ১ম, ২য়, ৩য় পারা ও আমপারা। এয়ার আহমদ এল. টি. (মৃ.১৯৪৪ খ্রি.) এঁর 'আমপারার বাঙ্গালা তফছির'। মোহাম্মদ গোলাম আকবরের (মৃ.১৯৫৬ খৃ.) 'আমপারার তাফসির'। মুফতি মুহাম্মদ ওয়াফী (মৃ.১৯৪৫ খ্রি.) এঁর 'তাফসীর পারা আম্ম' এবং মাওলানা যুলফিকার আলীর (মৃ.১৯৪৫ খ্রি.) 'কুরআন শরীফ : আমপারার তাফসীর', কাজী নজরুল ইসলাম 'কাব্য আমপারা' (১৯৩০) প্রভৃতি।[৩২]

ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে যাঁরা বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০) বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের অধিবাসী। 'ভারতের মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪) সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এই গ্রন্থে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কেবল মুসলমানদের কীর্তিকাহিনী বিবৃত করে তিনি ক্ষান্ত হন নি। সাথে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ইতিহাস তিনি ব্যক্ত করেছেন।[৩৩] এ বিষয়ে আরও বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরিদপুর জেলার মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যে এক নবসংস্কার সাধন করেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি যেমন নিজ আত্মপরিচয় দিয়েছেন এইভাবে, 'কুরআন আমার বর্ম/ ইসালাম আমার ধর্ম/ মুসলিম আমার পরিচয়', তেমনি বাংলা সাহিত্যকে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এমনকি ফার্সী কবিতা অনুবাদের মাধ্যমেও ইসলামের আদর্শ পরিস্ফুট করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে। নজরুল যেমন এক অনন্য প্রতিভা তেমনি সেই বহুমুখী প্রতিভার ছাপ তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র বিরাজমান।[৩৪] নজরুল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে একথা নির্দিধায় স্বীকার করতে হয় যে, ইসলামী সাহিত্যকে বাংলা ভাষায় আলোকিত করে রেখেছে কবি নজরুলের অবদান। এছাড়াও বাঙালি পণ্ডিত কর্তৃক ইসলামী সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় আরও বহু রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্খায় আলোচনা পরিহার করা হল।

উপসংহার : আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের স্বরূপ বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে আলোচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত শিরোনামের বিষয়বস্তুর উপর কয়েকটি বৃহৎ অধ্যায় রচনা করা সম্ভব হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মে সংক্ষিপ্তাকারে তা বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলায় ইসলামী সাহিত্যের সঠিক সূচনাকাল নির্নয় করা দুষ্কর। মধ্যযুগে ইসলামী সাহিত্যের কয়েকটি খণ্ডীত রচনা পাওয়া গেলেও ১৮৭০ সাল পর্যন্ত মূলত পুরানো আদর্শই অনুসৃত হয়, তারপরে দেখা দেয় আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস। ১৮৬০ সালকে বিশেষত আমরা যখন বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল হিসেবে ধরে নিয়েছি, তখন এই সময়টাকে বলা যেতে পারে কালান্তরের সীমারেখা। তবে ১৮৫৯ এর আগে ইসালামী সাহিত্যে প্রত্যক্ষ সূত্রপাত ঘটেনি। সুতরাং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দকে মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে গণ্য করা অত্যূক্ত নয়। এই পর্যায়ে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হচ্ছে মিশ্র ভাষারীতির কাব্য। পরবর্তী পর্যায়ে বাঙালি মনীষীদের মধ্যে দেখা যায় ইসলামের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সমাজনীতি সম্পর্কে সগর্ব ব্যাখাদানের প্রচেষ্টা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহপূর্ণ মনোভাব। এই সময় ইসালামী সাহিত্যিকদের রচনার মধ্যে ফুটে উঠেছিল হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রচেষ্টা। সেইসাথে পবিত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকবর্তিকা, ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, গল্প, কবিতা, উপন্যাস ও নাটক ইত্যাদি এবং অদ্যাবধি এই ধারা বিকশিত হয়ে ইসলামী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

Reference:

১. মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ: ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, প্রসঙ্গকথা দ্রষ্টব্য।
২. মুজীবুর রহমান ড.মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬, ১ম সংস্করণ, পৃ.২৮-২৯
৩. মতিউর রহমান মুহাম্মদ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ২০০২, পৃ. ১৩-১৭ বৌদ্ধধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রহেলিকাময় চর্চাগীতি এ যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন।
৪. আবদুস সাত্তার, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, মশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, বাংলাদেশ: ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৮, পৃ. ২৭৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫
৬. 'Bengal', Encyclopedia of Islam, I (Leyden, 1913). 696: "India", Encyclopedia of Islam II (Leyden, 1927) P. 479; আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, (ঢাকা: বাংলাবাজার, চারুলিপি প্রকাশন৩৮/৪), ফেব্রুয়ারী, ২০১২, পৃ. ৩৯
৭. আবদুস সাত্তার, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, পৃ. ২৭৫
৮. আবদুস সাত্তার, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, পৃ. ২৭৬
৯. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৯
১০. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পৃ. ২৯
১১. Indian Education commission Report (1822) থেকে উদ্ধৃত, Sayed Mahmud, A history of English Education in India (Aligarh, 1895), P. 147
১২. প্রাগুক্ত
১৩. সেন, দীনেশ চন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সং. কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ. ৩৬৫
১৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১১৪
১৫. গরীবুল্লাহ সাহা ও হামজা ছৈয়দ, আমির হামজা, কলকাতা, ১৩৩৬, দ্বিতীয় বালাম।
১৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১১৪
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১৮. আহমাদ শরীফ (সম্পাদিত), পুঁথি-পরিচিতি, পৃ. ২১১; আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৫৮
১৯. শহীদুল্লাহ মুহম্মদ, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম মুসলমান গদ্য লেখক, ছাত্রী সংঘ বার্ষিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৫৭
২০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান, মোশাররফ হোসেন খান (সম্পাদনা), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান, পৃ. ৩০১; আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১৮৫
২১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২০২
২২. মুখোপাধ্যায় ভূদেব, জাতীয় ভাব-ভারতবর্ষে মুসলমান, সামাজিক প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার, কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ. ১০
২৩. মুজীবুর রহমান ড. মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৩৬
২৪. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৩৯
২৫. মুজীবুর রহমান ড. মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৫৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 112
Website: https://tirj.org.in, Page No. 1000 - 1007
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২৬. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৪০, (চব্বিশ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত মুহম্মদপুর গ্রামে শেখ আবদুর রহিমের জন্ম হয়)

২৭. ইদ্রিস আলী মোহাম্মদ, এসলাম তত্ত্ব, মাহে নও, মে ও জুন ১৯৫৪

২৮. আবদুল অদুদড. মোহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা: বাংলাদেশ, আল-কুর'আন ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ একাডেমী, ২০০৯, পৃ. ১১৬

২৯. আবদুল অদুদড. মোহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুর'আন চর্চা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৩০-১৩২

৩০. মুজীবুররহমান ড. মুহাম্মদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, পৃ. ৭৫

৩১. ড. মোহাম্মদ আবদুল অদুদ, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, পৃ. ৯৬

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৩৩. আনিসুজ্জামান, মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ২৬১

৩৪. আব্দুল আজীজ আল্-আমান, নজরুল পরিক্রমা, (কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২৯ আষাঢ় ১৪০৭)